লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, শনিবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬
Port Blair ● Saturday, December 31, 2016
Arthik lipi, Page 3

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তৃণমূলের

সিবিআইকে ব্যবহার করে তৃণমূলকে চাপে ফেলার চেষ্টা : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার: রোজভ্যালি কাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ তাপস পালকে গ্রেফতারের ঘটনায় প্রতিহিংসার গন্ধ পাচ্ছে তৃণমূল। নোট বাতিলের প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূল সাংসদদের উপর বিজেপি পরিচালিত সরকার চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ রাজ্যের শাসক দলের। শুক্রবার চার ঘণ্টা ধরে জেরা করার পর সিবিআই তাপস পালকে গ্রেফতার করে। তার গ্রেফতার প্রসঙ্গে এদিন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এটা কেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। নোট বাতিলের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষকে দেশজুড়ে সংগঠিত করেছে তার জন্যই তৃণমূলকে চাপে ফেলতে চেষ্টা করছে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর কালো টাকা উদ্ধারে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে কেন্দ্র। এরপরেই দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দেন তৃণমূল নেত্রী। আন্দোলন শুরু হতেই চিটফান্ড কাণ্ডে সিবিআইয়ের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোজভ্যালি কাণ্ডে তলব করে সিবিআই। এরপরেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ তোলা হয়। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাধিকবার এই অভিযোগই করেন। শুক্রবার তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের গ্রেফতারেরপরেও একই অভিযোগ শোনা যায় দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গলায়। তাঁর বক্তব্য, সিবিআইকে ব্যবহার করছে বিজেপির সরকার। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে কেন্দ্র তাপস পাল ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাপে ফেলতে চাইছে। এরস আগে নির্বাচণের সময়েও এই কাজ করা হয়েছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাতে থামানো যায়, মানুষের পাশ থেকে যাতে তৃণমূল নেত্রীকে সরানো যায়, সেকথা মাথায় রেখেই সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু মানুষ সবটাই বোঝেন। এইভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভয় দেখিয়ে কোনও দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা নোয়ানো যায়নি, আর যাবেও না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ এনেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনও। তিনি এদিন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ট্যুইট করে বলেন, প্রতিবাদ করলেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। নোট বাতিলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ থামবে না। তাঁর প্রশ্ন, অনেক অভিনেতা, পরিচালক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বও তো ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। এবার কার পালা? বিজেপি থেকে যারা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর তাদেরও কি একই পরিণতি হবে?

তৃণমূল-বিজেপির 'অশুভ আঁতাতেই' আটকে ছিল গ্রেফতার, অভিযোগ মান্নান-সুজনের

স্টাফ রিপোর্টার: সারদা সহ নানা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার কেলেঙ্কারির তদন্তের শুরুতে সিবিআই কিছুটা তৎপরতা দেখা গেলেও পরের দিকে তদন্তের গতি শ্লথ হয়ে যায়। প্রভাবশালীদের গ্রেফতারও বন্ধ হয়ে যায়। এর জন্য বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে বোঝাপড়াকেই দায়ী করছেন আব্দুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী। তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের গ্রেফাতারের পর শুক্রবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান বলেন, অনেক আগেই গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল। শুরুর দিকে কিছুটা গ্রেফতার হলেও কেন্দ্র ও রাজ্যের অশুভ আঁতাতের জন্য তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুই দলের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল বলেই সিবিআই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গিয়েছিল। একই অভিযোগ বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীরও। তিনি বলেন, রাজ্যসভায় বিজেপিকে সমর্থন দিয়ে গোটা বিষয়টি ম্যানেজ করেছিল তৃণমূল। এখন আর ম্যানেজ করতে পারছে না বলে গ্রেফতার হলেন দলের এক সাংসদ। তাপস পালের গ্রেফতার প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, কান ধরলে মাথা আসে। কিন্তু তাপস পাল কানও না। সবে হাত ধরা হয়েছে। টাকা কার কার কাছে আছে সেটা খুঁজে বার করতে হবে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরের নেতা-নেত্রীরা যে বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত তা সকলেই জানেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান তাপস পালের গ্রেফতার প্রসঙ্গে বলেন, আমরা যে অভিযোগ জানিয়ে আসছি সেটাই তাপস পালের গ্রেফতারে প্রমাণিত হল। আরও গ্রেফতার হবে। কেউ রেহাই পাবে না। সারদা সহ নানা বেআইনি আর্থিক সংস্থার কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে যারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই আব্দুল মান্নান।

সিবিআই কেন তদন্ত শ্লথ করে দিল, এই প্রশ্ন তুলেও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে এই আব্দুল মান্নানই সুজন চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলনও করেছিলেন। সেই সুজন চক্রবর্তী এদিন তাপস পালের গ্রেফতার প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, তাপস পাল তো গ্রেফতার হলেন। এরপর কে? টাকা কবে উদ্ধার হবে? তিনি বলেন, কার কার কাছে বেআইনি আর্থিক সংস্থার টাকা আছে তার তালিকা প্রকাশ করতে পারত রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার তদন্তে সাহায্য করতে পারত। সুজন চক্রবর্তীর প্রশ্ন, গরীব মানুষের টাকা লুঠ হয়েছে। আর যারা টাকা লুঠ করেছে তারা শান্তিতে থাকবে আর গরীব মানুষ কাঁদবে, এটা কি জনহিতকর মনোভাব?

নোট বাতিলের প্রতিবাদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গেটে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান বিক্ষোভ। ছবি-অরিজিৎ গাঙ্গুলী

রোজভ্যালি কাণ্ডে ডাকা হতে পারে আরও সাংসদ, নেতা ও মন্ত্রীদের

স্টাফ রিপোর্টার: রোজভ্যালি কাণ্ডে খুব শীঘ্রই সিবিআই ডাকতে চলেছে আরও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালীকে। এদের মধ্যে যেমন রয়েছেন নেতা-মন্ত্রীরা, তেমনই রয়েছেন সাংসদরাও। সিবিআই সূত্রে খবর, রোজভ্যালি কাণ্ডে তাপস পালকে জেরা করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, নেতা ও সাংসদের নাম জানতে পেরেছেন। এদের সংখ্যা ১০ থেকে ১২। এদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই কারণেই খুব শীঘ্রই তাদের ডাকতে চলেছে সিবিআই। ২০১৩ সালে সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসার পরেই বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা রাজ্যের নানা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার উপর নজরদারি চালাতে শুরু করে। আর্থিক সংস্থার কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্ত চেয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হলে সেই আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট সারদা সহ একাধিক বেআইনি আর্থিক সংস্থার কেলেঙ্কারির তদন্ত ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। সেই নির্দেশ মতো সারদা সহ অন্যান্য বেআইনি সংস্থার কেলেঙ্কারিতে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। রোজভ্যালি কাণ্ডেও তদন্ত চলতে থাকে।

দু'বছর ধরে তদন্ত চালিয়ে সিবিআই জানতে পারে, এই কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাপস পাল, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূল সাংসদের নাম। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাপস পালকে ডেকে পাঠায় সিবিআই। তাকে জেরা করেই একাধিক নেতা-মন্ত্রীর নাম জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাদের খুব শীঘ্রই ডাকা হতে পারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। তাপস পালকে আরও জেরা সেই সব প্রভাবশালীদের সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলেও অনুমান সিবিআইয়ের।

ইতিমধ্যেই রোজভ্যালি কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আগে দু-দু'বার সিবিআই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করলেও তাতে সাড়া দেননি তৃণমূল সাংসদ। তৃতীয় তলবে সাড়া দিয়ে জানুয়ারির প্রথমেই তাঁর সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা।

বছরের শেষে ১০ শতাংশ ডিএ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্য সরকারি কর্মীদের বহু আকাঙ্খিত মহার্ঘ ভাতার ১০ শতাংশ দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ষ শেষের আগে শেষ শুক্রবার সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে সুখবর ঘোষণা করার সময় তিনি বলেন, আগের বছরেও ডিসেম্বর মাসে ডিএ ঘোষণা করা হয়েছিল।

এ বছরেও নতুন বছর যাতে ভালো কাটে তাই শেষ লগ্নেই ১০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করা হল। ঘোষণার পরেই খুশির আমেজ দেখা গেল নবান্নের অন্দরে। তৃণমূল সমর্থিত কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সৌম্য বিশ্বাস বলেন, এত সমস্যার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের কথা ভেবেছেন, এতেই আমরা আনন্দিত।

কর্মী হিসাবে আমরা জানি রাজ্য সরকারকে কতটা প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তার মধ্যেই ১০ শতাংশ বকেয়া ভাতা ঘোষণা করে আমাদের অনেকটাই মনোবল বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও এখনও ৪২ শতাংশ ভাতা বকেয়া রয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের পরিস্থিতি দেখে তিনি যে এতটা করেছেন তাতেই আমরা আনন্দিত। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং বাম সমর্থিত কর্মচারী ইউনিয়নগুলি একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাতা ঘোষণার তীব্র নিন্দা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এতদিন পর মাত্র ১০ শতাংশ ভাতা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এখনও বাকি রয়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ ভাতার পরিমাণ। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন করার হুমকিও দিয়েছেন দুই সংগঠনের নেতারা। যদিও এই ভাতা আগামী নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই কার্যকর হবে। তবে বছরের শেষে বকেয়ার ১০ শতাংশ হাতে পেয়ে সমস্ত শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেই খুশির হাওয়া। চলতি মাসের প্রথম থেকেই কর্মচারী মহলে ভাতা পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

ডানলপে সাতসকালে দুঃসাহসিক ডাকাতি

স্টাফ রিপোর্টার: বিটি রোডের একেবারে উপরে ডানলপে একটি সোনা বন্ধককারী সংস্থার অফিসে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল। বরাহনগর থানার অন্তর্গত ওই এলাকায় সোনা বন্ধককারী সংস্থার অফিস। সকালে কর্মচারিরা এসে অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ঢাকা অবস্থায় ৪ দুষ্কৃতি তাদের আটকে দেয়।

বন্দুক দেখিয়ে চাবি কেড়ে নেয় কর্মীদের কাছ থেকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সংস্থার অফিসের ভল্ট থেকে প্রায় ৩০ কেজি সোনা লুঠ করে চম্পট দেয় দুষ্কৃতিরা। বরাহনগর থানার পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসেন ব্যারাকপুর কমিশনারেটের ডাকাতি দমন শাখার অফিসাররা। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত বলেই সন্দেহ করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। ২ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন তারা।

নতুন বছরের শুরুতেই সকলের হাতে থাকে নতুন ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি। তবে এবছরের নোট বাতিলের গেরোয় ব্যবসা একেবারেই মন্দা গিয়েছে ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার বিক্রেতাদের। নোটের অভাবে বহু ক্রেতা এ বছর আর অর্ডার দেয়নি। তাই হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ডায়েরি ও ক্যালেন্ডার ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

তাপস পালের গ্রেফতার প্রসঙ্গে প্রতিহিংসার অভিযোগ খারিজ করল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার: রোজভ্যালি কাণ্ডে তাপস পালের গ্রেফতারে রাজ্যের শাসক দল কেন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুললেও সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। বরং তাদের দাবি, এবার মানুষ ন্যায়বিচার পাবে। তাপস পালের গ্রেফতার প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ শুক্রবারবলেন, তাপস পালের অনেক আগেই গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল। কেন এতদিন গ্রেফতার হননি সেটাই এতদিন প্রশ্ন ছিল। তিনি বলেন, লম্বা তালিকা। আরও অনেকেই গ্রেফতার হবে। এবার সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পাবেন। তৃণমূলের অপর সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআইয়ে তলব প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কটাক্ষ , চিটফান্ড কাণ্ডে জড়িত তৃণমূল। আরও একজন সাংসদকে ডাকা হয়েছে। তিনি ভয়ে যাচ্ছেন না। কারণ উনি জানেন, সিবিআইয়ের কাছে গেলেই আর বাড়ির ভাত খাওয়া হবে না। তাপস পালের গ্রেফতারে তৃণমূলের তরফে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তা খারিজ করে দিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, আমরা যখন রাজ্যে আন্দোলন করি তখন আমাদের উপর হামলা হয়। আমাদের মন্ত্রীদের উপরেও হামলা হয়। কিন্তু তৃণমূলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিলেই সেটা প্রতিহিংসা হয়ে যায়। প্রতিহিংসার অভিযোগ ভিত্তিহীন। মানুষ যেটা বিশ্বাস করে সেটাই সত্যে পরিণত হচ্ছে।

প্রতিহিংসার অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন বিজেপির নেতা শমীক ভট্টাচার্যও। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র যদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার রাজনীতি করত তা হলে রাজ্য বিধানসভায় আজ অন্যরকম চিত্র দেখা যেত। সিবিআই তাদের মতো কাজ করছে। রাজনীতির মোকাবিলা রাজনীতির ময়দানে করার মতো ক্ষমতা বিজেপির রয়েছে।সুতরাং প্রতিহংসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।